Cosmo School

৬ষ্ঠ শ্রেণি

তোলপাড়

শওকত ওসমান

লেকচার -১

লেখক পরিচিতি

নাম	শওকত ওসমান
জন্ম ও মৃত্যু	১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবল সিংহপুর গ্রামে জন্ম। ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
প্রকৃত নাম	আজিজুর রহমান
পেশা	❖ **বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।**
উল্লেখযোগ্য রচনা	শওকত ওসমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। ছোটদের জন্য তার লেখা গ্রন্থ হচ্ছে ★'ওটন সাহেবের বাংলো,★'ডিগবাজি', ★' মসকুইটো ফোন', ★মরা দুইজন, 'ক্ষুদে সোশালিস্ট' 'ছোটদের নানা গল্প, 'কথা রচনার কথা, 'পঞ্চসঙ্গী'।
পুরস্কার	আদমজী সাহিত্য পুরস্কার ★বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ★একুশে পদক ★ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক★ ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার
বিশেষ পরিচয়	শওকত ওসমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক।

পাঠের উদ্দেশ্য: মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করা।

পাঠ পরিচিতি

- মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দৃশ্য দেখে একজন কিশোর কীভাবে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য সঙ্গবদ্ধ হয় শওকত ওসমানের ‘তোলপাড়’ গল্পে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।
- কিশোর সাবু গাঁয়ের সড়কে শহর থেকে পালানো হাজার হাজার মানুষ দেখে অবাক হয়।
- পাকিস্তানিরা নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করেছে বলে তারা সংবাদ পায়।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এই নিষ্ঠুরতা অনুভব করে সাবু ক্ষুব্ধ হয় ও তাদের ঘৃণা করে।
- তাদের অত্যাচারের মোকাবেলা করার জন্য কিশোর সাবুর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কুইজ:১

Self Test

১. ছোটদের জন্য লেখা শওকত ওসমানের দুটি গ্রন্থের নাম লিখ।
২. শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কী?
৩. শওকত ওসমান কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
৪. ‘তোলপাড়’ গল্পটি পাঠের উদ্দেশ্য কী?
৫. ‘পঞ্চসঙ্গী’ কার লেখা?
৬. ‘তোলপাড়’ গল্পটির মূল বিষয় কী?
৭. শওকত ওসমান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
৮. লেখক শওকত ওসমান কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
৯. লেখক শওকত ওসমান পেশায় কি ছিলেন?
১০. লেখক শওকত ওসমান যে সকল সাহিত্যিক পুরস্কার পেয়েছেন তার ২টি নাম লিখ।

Cosmo School

তোলপাড়

শওকত ওসমান

লেকচার -২

গল্পের প্রধান চরিত্র সাবু মায়ের নাম

বিস্ময়ে কি করতে হবে তা ভেবে না পাওয়া

জানতে চায়

জ্ঞানমূলক:২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানিদের অত্যাচারে নিরীহ মানুষ শহর ছেড়ে যাওয়ায় কিশোর সাবু বিস্মিত হল । তাই রাগে তার হাত বারবার শক্ত হচ্ছিল।

একদিন বিকেলে হন্তদন্ত সাবু বাড়ির উঠান থেকে ‘মা ‘মা চিৎকার দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। জৈতুন বিবি হকচকিয়ে যায় রান্না ঘরে পাক করছিল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শুধায়, কী রে– এত চিক্কর পাড়স ক্যান?

–মা ঢাকা শহরে গুলি কইরা মানুষ মারছে–

–কে মারছে?

–পাঞ্জাবি মিলিটারি

দেখা যায় সাবু খুব উত্তেজিত মুখ দিয়ে কথা তাড়তাড়ি বের করতে চাইলেও পারে না। কারণ, শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাতের মুঠি বারবার শক্ত হচ্ছে।

-মা একজন দুজন না_ হাজার হাজার মানুষ মারছে।

–কস কী, হাজার হাজার?

-হ, সব মানুষ শহর ছাইড়া চইলা আইতেছে।

চিৎকার করা

জ্ঞানমূলক: পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরতার ও নিষ্ঠুরতার দিকটি বোঝানো হয়েছে।

যুবক/ কম বয়স যাদের

ঢাকা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী গাবতলি গ্রাম।কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা নেই। তাই সব খবরই দু-দিন বাদে এসে পৌছায়। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। পরদিনই পাওয়া গেছে সব খবর। যারা জওয়ান তারা সোজা হেঁটে হেঁটে বাড়ি পৌছেছে। তাই খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাঞ্জাবি মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে’। জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে।

জ্ঞানমূলক: পঁচিশে মার্চের রাতর ঘটনার পর শহর ছেড়ে আসা মানুষের ভিড়কে পিলপিল পিঁপড়ের সাড়ি বলা হয়েছে।

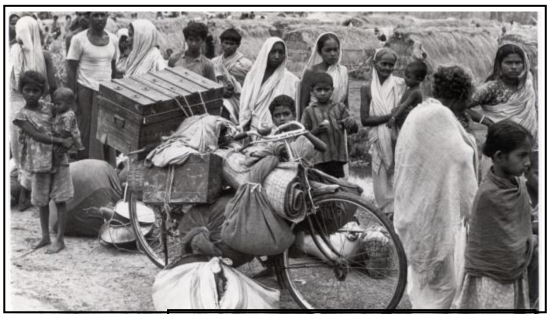

পর দিন সাবুর সামনে গোটা শহর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে জেলা বোর্ডের সড়ক। সেই পথে মানুষ আসতে লাগল। একজন, দুজন নয়, হাজার হাজার। একদম পিলপিল পিঁপড়ের সাড়ি। গাবতলি গ্রাম তাদের গন্তব্য নয়। আরও দূরে যাবে তারা। কেউ কুমিল্লা, কেউ নোয়াখালি, কেউ ময়মনসিংহ– একদম গারো পাহাড়ের কাছাকাছি, আরও নানা এলাকা।

দারুন রোদ্দুর মাথার উপরে। আর ভিড়। নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাপ বাড়ে। হাঁটার জন্য ক্লান্তি বাড়ে। সব মিলিয়ে জওয়ান মানুষেরাই খাবি খাচ্ছে। মেয়ে,শিশু এবং বেশি বয়সীদের তো কথাই নেই। ক্ষুধার কথা চুলোয় যাক, পিয়াসে ছাতি ফেটে দুতিন জন রাস্তার ধারেই শেষ হয়ে গেল।

পিপাসায় বুক ফেটে যাওয়া

বিপদের কারণে নিরুপায় বোধ করা।

লেকচার ২ থেকে শিক্ষার্থীরা নিচের দেয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো দিবে।

Self Test

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখ:

১. পাঞ্জাবি মিলিটারিরা নিরীহ বাঙালির উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল কবে?
২. 'জওয়ান' শব্দের অর্থ কী?
৩. সাবু শহর ফেরত মানুষদের কী খাওয়াচ্ছে?
৪. শহর থেকে গাবতলি গ্রামের দূরত্ব কত?
৫. কে হন্তদন্ত হয়ে উঠানে আসে?
৬. 'চিক্কর' শব্দের অর্থ কী?
৭. সাবুদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে কোন সড়ক?
৮. সাবুদের গ্রামের নাম কী?
৯. কার হাতের মুঠো শক্ত হচ্ছিল?
১০. সাবুর মায়ের নাম কী?
১১. 'খাবি খাওয়া' শব্দের অর্থ কী?
১২. ঢাকা শহরে কারা বাঙালিকে গুলি করে মারছে?
১৩. সাবুর শরীর থরথর করে কাঁপতেছিল কেন?
১৪. ঢাকা থেকে সব খবর কতদিন পরে সাবুদের গ্রামে পৌঁছাতো?

তোলপাড়

শওকত ওসমান

লেকচার -৩

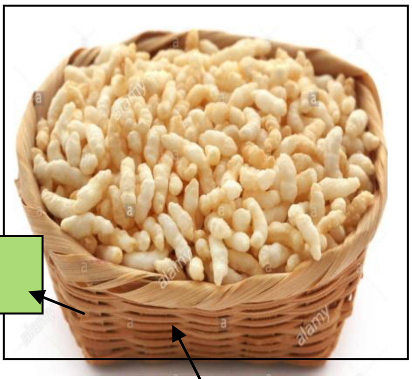

বাঁশের তৈরি ঝুড়ি

মূলভাব:মিলিটারির ভয়ে হাজার হাজার মানুষের শহর থেকে পালিয়ে আসা নিরীহ অসহায় , ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য সহযোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা স্বরূপ জৈতুন বিবি মুড়ি ভেজে চাঙারিতে করে তাদের জন্য নিয়ে আসে।

কিশোর সাবু সেও বসে থাকে না। সে এই ক্লান্ত মানুষের পানি খাওয়ানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলো। এখানে জৈতুন বিবির ও সাবুর পরোপকারের দিকটি ফুটে উঠেছে।এই বিপদের সময় যদি এই অসহায় মানুষের জন্য তাদের সামর্থের মধ্যে যা আছে তা দিয়ে সাহায্য করা যায়।

সাবু মিসেস রহমান নামক এক প্রৌঢ় নারী দেখতে পেল যে ঢাকার লালমাটিয়া ডি ব্লকে থাকতো। যাকে দেখে সাবু বুঝতে পারলো যে তার হাঁটার অভ্যাস না থাকায় দীর্ঘ পথ হেঁটে আসায় সে খুবই ক্লান্ত। সাবু তাকে জালা থেকে পানি খাওয়ালে সে সাবুকে পাঁচ টাকা দিতে চাইলে সাবু বলে তার মা তাকে কারো কাছ থেকে কিছু নিতে নিষেধ করেছে।

এখানে অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই যে মনুষত্বের বহি:প্রকাশ সে দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবীণ/
যৌবন ও বার্ধক্যের
মাঝামাঝি বয়সের

বেশিক্ষণ সময় হয়নি অর্থাৎ খুব কময় হয়েছে বিধবা হয়েছে।

এত লোকের মধ্যে সাবু দেখলো অনেকে আছে সাবুদের মত গরিব আবার অনেকে আছে সম্ভ্রান্ত পরিবারের। মানুষের ভিড়কে সাবু কাছে স্রোত মনে হল। কিশোর সাবুর ধারনা ছিলোনা যে শহরেও গরিব থাকতে পারে। সাবু তাই শহরে একবার ঘুরে আসতে চায়। তার চোখে পরে একটি আট নয় জন সদস্যের সম্ভ্রান্ত পরিবার যেখানে একজন সত্তর বছরের জায়িফ বুড়ো ও মিলিটারিদের গুলিতে নিহত তিন সন্তানের সদ্য বিধবা পুত্রবধু রয়েছে। যেখানে গাবতলি গ্রামের মানুষ সব বিষয়ে কৌতুহলী ছিলো সেখানে আজ গাবতলি গ্রামের মানুষেরা এই অসহায় মানুষের কাছে কোন কৌতুহলী প্রশ্ন নিয়ে না এসে তারা নীরবে তাদের সাহযের জন্য এগিয়ে এসেছে।

দুর্বল

সারি বেঁধে চলা পথিকের দল

নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছু করা

অসহায় এই পরিবারকে সাবু সহ আরো কয়েকজন উপযাচক হয়ে তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য দুই মাইল দূরে নদীর ঘাটে নৌকাতে তুলে দিলে গেলে বৃদ্ধ কান্না জড়িত কণ্ঠে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বললেন 'তোমরাই তো আমার ছেলে ,বাবা। নীরবে এই কাফেলার দল নদীর ঘাটে চলে।

সাবুর চোখের সামনে মিলিটারিদের ভয়ে পলায়নরত মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শুনে তার মনের মধ্যে পাকিস্তনিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করে। কিশোর সাবু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য তার বুকে এক তোলপাড় অনুভূতি অনুভব করে। আর এ কারণেই লেখক গল্পের নাম তোলপাড় দিয়েছেন।

অনুশীলনের জন্য কর্মপত্র

অনুধাবন প্রশ্ন:

১. কিশোর সাবুর মন চঞ্চল হল কেন? ব্যাখ্যা কর।
২. সাবুর বুকে তোলপাড় শুরু হল কেন?
৩. ‘অসীম আক্রোশে তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। ব্যাখ্যা কর।
৪. একদম পিলপিল পিঁপড়ের সারি”-ব্যাখ্যা কর।
৫. ‘আর এখন কিছু করতে না পারলে অসোয়াস্তি”– সাবুর এই মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা কর।
৬. ‘জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে” ব্যাখ্যা কর।

অনুধাবনের নমুনা উত্তর

‘জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে” ব্যাখ্যা কর।

‘জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে”-উক্তিটি দ্বারা পাকিস্তানি বাহিনরি নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতাকে বোঝানো হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা রাতের আঁধারে ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। অসংখ্য মানুষকে তারা গুলি করে মেরে ফেলে। ঘর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় । যাকে যেখানে পেয়েছে তাকে সেখানেই মেরে ফেলেছে । উল্লেখিত লাইন দ্বারা পাকিস্তানিদের এই নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতাকেই বোঝানো হয়েছে।

☆ ☆ সৃজনশীল প্রশ্নের লেখার নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

পাঠ্য বইয়ের সৃজনশীল প্রশ্নদুইটি অনুশীলন করবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. সর্বনাশা ঝড় সিডরে বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর অবস্থা তখন ভয়াবহ। ত্রাণ নেই, খাবার নেই, পানি নেই, চারিদিকে শুধু হাহাকার। শওকত তার বন্ধুদের বলল– চল আমরা দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। বন্ধুরা শওকতের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সে একাই ছুটে গেলো দুর্গত এলাকায়। গিয়ে দেখলো তার মত আরও কয়েকজনকে। তারা নিরলস পরিশ্রম করে দুর্গতের সেবা করতে লাগল।

ক) 'জায়িফ' শব্দের অর্থ কী?

খ) 'অসীম আক্রোশে তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে'– কেন ?

গ) উদ্দীপকের শওকতে চরিত্রে ' তোলপাড়' গল্পের সাবুর কোন বৈশিষ্ঠ্য পরিলক্ষিত হয়?

ঘ) "তোলপাড়" গল্পের সাবুর অসহায় মানুষের সেবকার পিছনে যে প্রেরণা,উদ্দীপকের শওকতের মাঝেও সেই একই প্রেরণা কাজ করেছে"– মন্তব্যটি যাচাই কর।

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখ:

১) ডিগবাজি কার উল্লেখযোগ্য রচনা?

ক) আনিসুজ্জামান
খ) আল মাহমুদ
গ) সনজীদা খাতুন
ঘ) শওকত ওসমান

২) জৈতুন বিবি কখন মুড়ি ভেজে দিয়েছেন?

ক) খুব ভোরে
খ) বিকেলে
গ) রাতে
ঘ) দুপুরে

৩) কাদের খবরদারি সহজ কাজ নয়?

ক) বৃদ্ধদের
খ) কুচো ছেলেমেয়েদের
গ) শ্রমিকের
ঘ) জওয়ানদের

৪) ঢাকা শহর থেকে গাবতলি গ্রাম কত মাইল দূরে?

ক) বিশ
খ) ত্রিশ
গ) চল্লিশ
ঘ) পঞ্চাশ

৫) সাবুর কাছে এসে কে দাড়িয়েছিল?

ক) প্রৌঢ়া
খ) জওয়ান
গ) বৃদ্ধ
ঘ) সাবুর মা

৬) জীবনে নামাজ কাজা করেনি কে?

ক) জওয়ান
খ) বুড়ো
গ) সাবুর মা
ঘ) মিসেস রহমান

৭) গাবতলি গ্রাম থেকে সব খবর দুদিন পর পৌঁছায়, কানণ–

i) প্রযুক্তির অভাব
ii) যাতায়াতের অসুবিধধা
iii) ঢাকা থেকে অনেক দূরে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) I
খ) II
গ) II , III
ঘ) I, II

৮) গ্রামের মানুষেরা কীভাবে বৃদ্ধকে নদীর ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাবার চিন্তা করে?

ক) কোলে করে
খ) কাঁধে করে
গ) পালকিতে করে
ঘ) রিকশায় করে

৯) ক্লান্তি নেই কার মাঝে?

ক) বৃদ্ধের
খ) সাবু
গ) জওয়ানের
ঘ) প্রৌঢ়র

১০) সামান্য আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট নয় কারা?

ক) গ্রামের মানুষ
খ) বৃদ্ধ
গ) সাবুর মা
ঘ) নারী তিনজন